প্রতারকদের ফতওয়ার প্রতিউত্তরে
স্পষ্ট জবাব

শায়খ হামদ আল-হুমায়দী

আল্লাহ তাকে কবুল করুন

প্রতারকদের ফতওয়ার প্রতিউত্তরে

স্পষ্ট জবাব

শায়খ হামদ আল-হুমায়দী (আল্লাহ তাকে কবুল করুন)

বিসমিল্লাহির রাহমানির রহীম

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তা'আলার, যিনি সৃষ্টিকুলের প্রতিপালক, দয়াময়, পরম দয়ালু, বিচার দিবসের মালিক। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তা'আলার, যিনি সত্যকে সুস্পষ্ট করে দেন এবং বিজয় দান করেন, সত্যের অনুসারীদেরকে করেন সম্মানিত আর বাতিল এবং এর অনুসারীদের করেন অপমানিত। তিনি তাঁর রাসূলগণকে সুস্পষ্ট প্রমাণ এবং হিদায়াতসহ প্রেরণ করেছেন, আর এর সাথে নাযিল করেছেন কিতাব ও ন্যায়ের পাল্লা, যাতে মানুষ সুবিচার প্রতিষ্ঠা করে আর নাযিল করেছেন লোহা, যাতে রয়েছে প্রচণ্ড রণশক্তি আর রয়েছে মানুষের জন্য বহুবিধ কল্যাণ। যাতে করে আল্লাহ তা'আলা প্রকাশ করে দেন যে কে না দেখেই তাঁকে ও তাঁর রাসূলগণকে সাহায্য করে। নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা মহা শক্তিমান, পরাক্রমশালী।তিনি আদমের শ্রেষ্ঠ সন্তানের দ্বারা নবুওয়তের পরিসমাপ্তি ঘটিয়েছেন, যাকে তিনি হিদায়াত আর সত্য দ্বীনসহ পাঠিয়েছেন সকল দ্বীনের উপর এই দ্বীনকে বিজয় দান করার জন্য, যদিও মুশরিকরা তা অপছন্দ করে। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই, যিনি বলেছেন, "বলুন, নিশ্চয় অনুগ্রহ আল্লাহ তা'আলার হাতে; তিনি যাকে ইচ্ছা তা প্রদান করেন। আর আল্লাহ তা'আলা প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞ। তিনি স্বীয় অনুগ্রহের জন্য যাকে ইচ্ছা একান্তভাবে বাছাই করে নেন। আর আল্লাহ তা'আলা মহা অনুগ্রহশীল" (সূরা আলে-ইমরান ৩:৭৩-৭৪)। এবং আমি সাক্ষ্য প্রদান করছি যে, মোহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আল্লাহর বান্দা ও রাসূল। যাকে আল্লাহ তা'আলা তাওহীদ আর জিহাদের জ্ঞান দিয়েছেন; যার দ্বারা তিনি কাফির, পাপাচারী ও দূর্নীতিগ্রস্তদের পরাভূত করেছেন। আল্লাহ তাঁর কিতাবে নাযিল করেছেন, "হে নবী, কাফির ও মুনাফিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ করুন এবং তাদের প্রতি কঠোর হোন। আর তাদের আশ্রয়স্থল জাহান্নাম এবং তা কত নিকৃষ্ট প্রত্যাবর্তন স্থল" (সূরা আত-তাহরীম ৬৬:৯)। সালাত ও সালাম আল্লাহর রাসূল, তাঁর পরিবার এবং তাঁর সাহাবীগণের প্রতি; যাদেরকে আল্লাহ নিজ অনুগ্রহ দান করেছেন। তিনি রাসূল ও তাঁর সঙ্গীদের

মাধ্যমে এই দ্বীনকে সহায়তা করেছেন এবং তারা কাফির ও মূর্তিপূজারিদের ধ্বংস করেছেন। অতঃপরঃ

নিশ্চয় শয়তান তাদেরকে পরাভূত করেছে, যারা দাওলাতুল ইসলামের প্রতি শত্রুতা প্রদর্শন করে ও মিথ্যা অপবাদ দেয়। তারা দাওলাতুল ইসলামের বিরুদ্ধে জনগণকে এই বলে সতর্ক করে, উস্কানি দেয় ও মিথ্যা অভিযোগ করে যে, কখনও তারা বলে দাওলাহ মানুষের রক্ত ঝরায়, কখনও বলে তারা 'দ্বীনত্যাগী খারিজি', 'মিথ্যুক', আবার কখনও বলে তারা 'ধোঁকাবাজ' আর 'প্রতারক'। তাদের বিদ্বেষ এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, এই দাওলাহ'র আগ্রাসনকে প্রতিহত করার উদ্দেশ্যে এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করাকে তারা অত্যাবশ্যকীয় মনে করছে; যার সবই আল্লাহ তা'আলার নূরকে নিভানোর এক অপচেষ্টা। এতদসত্ত্বেও, আল্লাহ তা'আলা দাওলাতুল ইসলামকে হকের উপর প্রতিষ্ঠিত করলেন এবং এর জাগরণ চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ল। একদল সত্যবাদী মুসলিম এই জাগরণকে ইব্রাহিম (আলাইহিস সালাম) এর মিল্লাতের পূণর্জাগরণ হিসেবে দেখলেন যার স্বতন্ত্র-বৈশিষ্ট্য প্রায় মুছেই ফেলা হয়েছিল, তার পুনরুদ্ধারে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখলেন এবং বিভিন্ন ধর্মের সমন্বিত কুফর জাতিসমূহের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করলেন, যা তাদের রব তাদেরকে তা করার আদেশ করেছেন, {এবং তোমরা মুশরিকদের সাথে সর্বাত্মকভাবে যুদ্ধ কর} (সূরা আত-তাওবাহ্ ৯:৩৬)। একই সাথে আদি পিতা ইব্রাহীম (আলাইহিস সালাম) এবং রাসূলগণের নেতা মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সুন্নাহ অনুসরণ করে কাফির-মুশরিকদের মূর্তিসমূহ ধ্বংস করলেন। দাওলাতুল ইসলামের শত্রুরা যখন দেখলো যে, আল্লাহ তাঁর প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী তাঁর দ্বীনকে সাহায্য করেছেন এবং স্পষ্ট বিজয় দান করেছেন, তখন তারা (শত্রুরা) সীমালঙ্ঘন, ঈর্ষাকাতরতা, অবিশ্বাস ও একগুঁয়েমিতার কারণে আল্লাহর দ্বীনকে সাহায্য করার জন্য পুরষ্কার সরূপ দাওলাহ'র প্রতি আল্লাহর প্রতিশ্রুতিকে পরিপূর্ণ হতে দেখে তারা শ্বাসকষ্ট ভোগ করতে লাগলো। আল্লাহ তা'আলা বলেন, "আর নিশ্চয় আল্লাহ তাকে সাহায্য করেন যে আল্লাহকে সাহায্য করে" (সূরা আল-হাজ্জ ২২:৪০)। তিনি আরও বলেন, "আর আমার দায়িত্ব তো মুমিনদের সাহায্য করা" (সূরা আর-রূম, ৩০:৪৭)।

হে মুসলিমগণ! আমিরুল মু'মিনিন খালিফাহ আবু বকর আল-বাগদাদী'র নেতৃত্বাধীন বরকতময় দাওলাতুল ইসলাম এখন আপনাদের সামনে; তাওহিদ ও জিহাদের সমর্থনে যার পতাকা আজ বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে উড্ডীয়মান, যার দৃঢ়সংকল্পের তেজস্বী ঘোড়া জিহাদের ময়দানসমূহে আজ সবেগে ধাবমান। দাওলাতুল ইসলামের মুজাহিদিনগণ আল্লাহর পথে তাদের জান ও মাল ব্যয় করেছেন এবং তাদের কর্মসমূহকে সৃষ্টিকুলের রবের প্রতি একনিষ্ঠভাবে নিবেদন করেছেন।

আমরা তাদেরকে এরকমই মনে করি এবং আল্লাহই তাদের বিচারক। আল্লাহ তা'আলা বলেন, {নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা মু'মিনদের থেকে তাদের জান ও মাল ক্রয় করে নিয়েছেন (এর বিনিময়ে) যে, তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত} (সূরা আত-তাওবাহ ৯:১১১)। তারা আল্লাহ তা'আলার কাছে তাদের আনুগত্য বজায় রেখেছেন এবং জিহাদের ঝাণ্ডাকে বহন করেছেন, সেই ওয়াদার আশায় যা আল্লাহ তাদেরকে দিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন, "তোমরা কি মনে করেছ যে, তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করবে, অথচ আল্লাহ তোমাদের মধ্যে কে জিহাদ করেছে আর কে ধৈর্যশীল তা এখনো প্রকাশ করেননি?" (সূরা আলে-ইমরান ৩:১৪২)।

এতদসত্ত্বেও, মুজাহিদিনরা মিথ্যা অপবাদ শোনা থেকে নিরাপদ ছিল না। নিরাপদ ছিল না তাদের মানহায নিয়ে কটূক্তি শোনা থেকে। বস্তুত, যারাই কুফর-বিত-তাগুত, ঈমান বিল্লাহ ও জিহাদের উপর আমল করেছেন তাদের সকলের ক্ষেত্রেই এমন অপবাদ শুনতে হয়েছে, এবং আল্লাহর আউলিয়াদের প্রতি এটাই তাঁর সুন্নাহ। আমি কয়েকজন হকের পথ থেকে স্পষ্টভাবে পথভ্রষ্ট আলেমের ভ্রান্ত ফতোয়া পড়েছি - যারা পরিষ্কার সত্য পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে গেছে - যারা তাদের ফতোয়ার মাধ্যমে সৃষ্টিকুলের রব হতে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে - এবং এই বানোয়াট মিথ্যা ফতোয়াকে সত্যরূপে জনসম্মুখে প্রকাশ করেছে। যারা এই ফতোয়াটি তৈরি করেছে এবং অসঙ্গতিপূর্ণ ও কুৎসিত হওয়া সত্ত্বেও যারা এই ফতোয়াকে মেনে নিয়েছে তাদের উভয়েরই কলুষিত হৃদয়ের চেহারা এভাবে স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে। আল্লাহ স্পষ্ট সাক্ষ্যসহ যা নাযিল করেছেন তা তারা (পথভ্রষ্টরা) গোপন করেছে, ঈর্ষা আর শত্রুতার বশবর্তী হয়ে জেনেশুনে তারা সত্যকে মিথ্যার সাথে মিশ্রিত করেছে এবং তাদের অন্ধ অনুসারীদের দুর্বল বুদ্ধিকে দূষিত করেছে। এমন লোকদের অনুসরণ করার ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে সতর্ক করেছেন, {অতএব আপনি ধৈর্য ধারণ করুন, নিশ্চয় আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্য। আর যারা একনিষ্ঠ মুমিন নয় তারা যেন আপনাকে বিচলিত করতে না পারে}। (সূরা আর-রূম ৩০:৬০)।

কাজেই এই দাওলাহ'র প্রতি সমর্থন ও এর প্রতিরক্ষা করা আমার ঈমানী দায়িত্ব ছিল। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, {হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহর সাহায্যকারী হও} (সূরা আস-সফ ৬১:১৪)। সহিহাইনের (বুখারী ও মুসলিম) হাদিসে আল-বারা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেছেন, "আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাদেরকে সাতটি বিষয়ের প্রতি আদেশ করেছেন, তার মধ্যে তিনি অসহায়দের সাহায্য করার কথা উল্লেখ করেছেন"। সহিহাইনে এটাও বর্ণিত আছে, যা আবু মুসা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেছেন, আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "মুমীনরা একে অপরের কাছে একটি দালানের মতো, এক অংশ অপর

অংশকে ধরে রাখে"। আল-বুখারী এই দুটি হাদিসের জন্য একটি অধ্যায়ের নামকরণ করেছেন "অধ্যায়ঃ মজলুমদের সাহায্যকরণ"। মুসলিমে, নু'মান ইবনে বাশির (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "মুমিনদের উদাহরণ একটি মানব দেহের ন্যায় - যখন তার একটি অঙ্গ আক্রান্ত হয় তখন তার সমস্ত দেহ অনিদ্রা ও জ্বর অনুভব করে"।

তাই আমি বলি - আল্লাহর কাছে সাহায্য চাই, তাঁর কাছেই হিদায়াত চাই, আমলের সংশোধন ও সফলতা চাই যে, আমার এই প্রচেষ্টা এই ফতোয়ার বিরুদ্ধে একটি সাধারণ জবাব হবে, আল্লাহর ইচ্ছায় হিদায়াত ও সত্যান্বেষী পাঠকদের জন্য আমরা একে বেশি দীর্ঘায়িত করছি না।

মুসলিমদের রক্তের প্রতি চরম অবহেলা আর অবজ্ঞা দিয়ে ফতোয়াটি শুরু হয়, যা আল্লাহর কাছে মহা অবাধ্যতার সমপরিমাণ, বিশেষ করে, যাদের জ্ঞান আছে তারা যদি এই ফতোয়ার অবাধ্যতার প্রতি ঝুঁকে পড়েন এবং এর পাপ আর সীমালংঘনে সহযোগিতা করেন। অবশ্য, ভুলটি আরও বড় এবং এর ক্ষতি আরও জঘন্য হয় যখন এটাকে বিশুদ্ধ শারীয়াহ বলে গণ্য করা হয়, এমনকি এর থেকে আরও গুরুতর হয় যখন তা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার প্রতি আরোপ করা হয়। নয়জন ব্যক্তির ফতোয়াটিতে আমরা এমনটিই দেখেছি, যা তারা শুরু করেছে আল্লাহর কালাম দিয়ে, {স্মরণ করুন, যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছিল আল্লাহ তাদের কাছে প্রতিশ্রুতি নিয়েছিলেন: "অবশ্যই তোমরা তা মানুষের কাছে স্পষ্টভাবে প্রকাশ করবে এবং তা গোপন করবে না"}। (সূরা আলে-ইমরান ৩:১৮৭)। এবং এই নয়জন হলো আবু কাতাদা, আবু মোহাম্মাদ আল-মাকদিসী, সামি আল-উরায়দি, সাদিক আল-হাশিমি, মুসলিহ আল-উলায়নি, আবু সুলায়মান আল-অষ্ট্রালি, আবু আযযাম আল-জাজরাওয়ি, আল-মু'তাসিম বিল্লাহ আল-মাদানি, এবং আবদুল্লাহ আল-মুহায়সিনি।

এবং এই নয়জনের অবস্থা হচ্ছে এমন - যারা দাবি করে যে তারা সংস্কার আনবে এবং সত্যকে বাস্তবায়ন করবে। আল্লাহ তাঁর কিতাবে বলেছেন, {আর সে শহরে ছিল এমন নয় ব্যক্তি, যারা দেশে বিপর্যয় সৃষ্টি করত এবং সংশোধন করত না। তারা বলল, "তোমরা পরস্পর আল্লাহর নামে শপথ কর আমরা রাতেই তাকে ও তার পরিবার-পরিজনকে শেষ করে দেব। তারপর তার অভিভাবককে নিশ্চিত করে বলব যে, তার পরিবার-পরিজনের হত্যা আমরা প্রত্যক্ষ করিনি আর আমরা অবশ্যই সত্যবাদী" আর তারা এক চক্রান্ত করেছিল এবং আমরাও এক কৌশল অবলম্বন

করলাম, অথচ তারা উপলব্ধিও করতে পারেনি। অতএব দেখুন, তাদের চক্রান্তের পরিণাম কি হয়েছে - আমরাতো তাদেরকে ও তাদের সম্প্রদায়ের সকলকে ধ্বংস করেছি}(সূরা আন-নামল ২৭:৪৮-৫১)।

তাই আমরা তাদেরকে বলি, "আপনারা আপনাদের এই ফতোয়াতে সত্যকে পরিষ্কার করেন নি। বরং আপনারা দাওলাতুল ইসলামের প্রতি শত্রুতা আর ঘৃণা প্রকাশ করেছেন, এবং এমন সময়ে এটি করেছেন যখন দাওলাতুল ইসলামের আবির্ভাব হয়। এই ফতোয়াতে তাই আছে যা আপনাদের জিহ্বা উচ্চারণ করেছে, আপনাদের আঙ্গুল তা লিপিবদ্ধ করেছে এবং যা এসেছে তা আপনাদের সকলের বা কিছুসংখ্যক হতে। আর এটাই আপনারা মানুষের কাছে ঘোষণা করেছেন"। যেখানে আল্লাহ তা'আলা বলেন, {এবং তা গোপন করবে না} (সূরা আলে-ইমরান ৩:১৮৭), অতঃপর আপনারা আপনাদের ফতোয়াতে সত্য গোপন করার ক্ষেত্রে অধিক অংশ অর্জন করেছেন, কারণ আপনারা ইব্রাহিম (আলাইহিস সালাম) এর মিল্লাহকে গোপন করেছেন, যেখানে আল্লাহ তা'আলা তাঁর কিতাবে স্পষ্ট করে বলেছেন, {অবশ্যই তোমাদের জন্য ইবরাহীম ও তার সাথে যারা ছিল তাদের মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ। যখন তারা তাদের সম্প্রদায়কে বলেছিল, "তোমাদের সঙ্গে এবং তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যার ইবাদত কর তা হতে আমরা সম্পর্কমুক্ত। আমরা তোমাদেরকে অস্বীকার করি। তোমাদের ও আমাদের মধ্যে সৃষ্টি হল শত্রুতা ও বিদ্বেষ চিরকালের জন্য; যতক্ষণ না তোমরা এক আল্লাহতে ঈমান আন"} (সূরা মুমতাহিনা ৬০:৪)। এটি একটি গুরুতর বিষয় যা পরিষ্কার করা অত্যাবশ্যক। আপনারা যে সমস্ত দলের লোকদের 'মুজাহিদ' বলেন তাদের মধ্যে এই গুরুতর বিষয়টিই(আল-ওয়ালা আল-বারা) অনুপস্থিত। তাহলে কিভাবে তারা আল্লাহর রাস্তায় মুজাহিদ হয় যতক্ষণ না তারা এই আয়াতের উপর আমল না করে, {আর তোমরা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে থাকবে যতক্ষণ না ফিৎনা নির্মূল হয় এবং দ্বীন পরিপূর্ণরূপে আল্লাহর জন্য হয়ে যায়} (সূরা আল-আনফাল ৮:৩৯)। দ্বীন পরিপূর্ণরূপে আল্লাহর জন্য হয়ে যাওয়া মানে বুঝায় যখন কোন ভূমি মুসলিমদের দখলে আসে, সেখানে আল্লাহর শারীয়াহ বাস্তবায়ন করা, শিরকের চিহ্নসমূহ ধ্বংস করা, দ্বীনি অনুষ্ঠানাদি প্রকাশিত হওয়া, এবং আর-রাহিমাহুল্লাহ এর শারীয়াহ মোতাবেক বিচার-ফয়সালা করা। কাজেই যারা এগুলো করে তাদেরকেই আল্লাহর রাস্তায় মুজাহিদ বলা হয়।

আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে প্রশ্ন করা হলোঃ এক ব্যক্তি বীরত্ব দেখানোর জন্য, এক ব্যক্তি গনিমতের জন্য, এক ব্যক্তি প্রসিদ্ধ হওয়ার জন্য, এক ব্যক্তি প্রদর্শনের জন্য; এক বর্ণনায় এক ব্যক্তি উৎসাহের জন্য ও এক ব্যক্তি বীরত্ব প্রদর্শনের জন্য, আরেক বর্ণনায়

আছে এক ব্যক্তি রাগের কারণে যুদ্ধ করল। তাদের মধ্যে কে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করল? তিনি বললেন, "যে ব্যক্তি আল্লাহর কালিমাকে বুলন্দ করার উদ্দেশ্যে যুদ্ধ করল, সে-ই আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ করলো"। এই হাদিস ইমাম আহমাদ ও সিহা সিত্তাহ'র সংকলনকারীগণ বর্ণনা করেছেন; আল-বুখারী, আবু দাউদ এবং আন-নাসায়ি প্রত্যেকে এই হাদিসটির জন্য একটি আলাদা অধ্যায়ের নাম দিয়েছেন, "যে ব্যক্তি আল্লাহর কালিমাকে বুলন্দ করার উদ্দেশ্যে যুদ্ধ করল"। এইভাবে, এই দলসমূহ বাতিল পতাকার অনুসরণ করছে কারণ তারা আল্লাহর কালিমাকে সর্বোচ্চে রাখার উদ্দেশ্যে যুদ্ধ করছে না।

আমরা এই দলসমূহের কিছু অবস্থা প্রকাশ করব, যাদেরকে আপনারা মুজাহিদদের দল বলে দাবি করেছেন। আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে তারা তাদের বাতিল সন্ধি-চুক্তি জনসম্মুখে প্রকাশ করছে এবং আন্তর্জাতিক গোষ্ঠীকে সমর্থনের মাধ্যমে শামের পবিত্র ভূমিতে কুফরের আইন বাস্তবায়ন করছে। তাদের ব্যাপারে আপনাদের অবস্থান কি যারা বাশারের উচ্ছেদের পর শামের ভূমিতে গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে তাগুতের আইন বাস্তবায়ন করে? তাদের ব্যাপারে আপনাদের অবস্থান কি যারা আমেরিকা ও আরব উপদ্বীপের তাগুত সরকারগুলোর মদদপুষ্ট মুরতাদ দলসমূহের সাথে হাতে হাত রেখে চলে? যারা আল্লাহর নাম নিয়ে দাওলাতুল ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার দৃঢ় শপথ করে? এবং মুমিনদের সাথে আনুগত্য পোষণ না করে মুরতাদদের আনুগত্য করে? আর নিশ্চয় এটি একটি মন্দ বিনিময়। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মুশরিকদের বলেছেন, "ফিরে যাও, কারণ, আমি কখনও মুশরিকদের কাছে সাহায্য চাইব না" এবং যেখানে এটি ছিল একজন মুশরিকের বিরুদ্ধে আরেকজন মুশরিক থেকে সাহায্য নেওয়ার ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর ফয়সালা, সেখানে কিভাবে একজন মুসলিমের বিরুদ্ধে একজন কাফের বা মুশরিকের সাহায্য নেওয়া যাবে? কাজেই আপনারা কি কখনও শামের মুরতাদ যারা এক আল্লাহতে বিশ্বাস করে না তাদের বিরুদ্ধে শত্রুতা পোষণ করেছেন? কোন সন্দেহই নেই যে আপনারা সত্যকে গোপন করেছেন এবং ইব্রাহীম (আলাইহিস সালাম) এর মিল্লাহ ত্যাগ করেছেন। কাজেই, হিদায়াত প্রাপ্তির পর তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া হতে আমরা আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই।

এটা সকলেই জানে যে, কতিপয় আরব তাওয়াগ্বিতের কুফর ও তাদের বাতিল মতাদর্শ জনসম্মুখে প্রকাশের ব্যাপারে এই নয় ব্যক্তির মধ্যে একজন সবার অগ্রগামী ছিল। তারপর, সেই একই কুফর যখন শামের ভূমিতে - যে ভূমিতে ইব্রাহিম (আলাইহিস সালাম) হিজরত করেছিলেন - মুরতাদদের মাঝে প্রকাশ পেল, তখন সে শামের সেই কুফফারদের বিরুদ্ধে তার কলম উঠিয়ে

নিল। সে মুরতাদদের প্রতি শত্রুতা বা ঘৃণা কিছুই দেখালো না এবং তাকফিরও করল না। পক্ষান্তরে তার কণ্ঠ এবং কলমের কোষমুক্ত তরবারি দাওলাতুল ইসলামে আল্লাহর বন্ধুদের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে উঠল। দাওলাতুল ইসলামের প্রতি তার শত্রুতা এমন পর্যায়ে পৌঁছল যখন সে অভিযোগ তুলল যে, ''দাওলাহ আরব উপদ্বীপের যে শিরকি হুসাইনিয়্যাহ উড়িয়ে দিয়েছে সেটা নাকি একটি মসজিদ ছিল এবং যারা এর অভ্যন্তরে ছিল তারা নাকি মুসলিম ছিল''। এভাবে সে হুসাইনিয়্যাহকে - যা কুফরের অনুষ্ঠানাদির জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল - মসজিদের - আল্লাহ যা নির্মাণ করার জন্য আদেশ দিয়েছেন এবং সেখানে যাতে তাঁকেই স্মরণ করা হয় - সমতুল্য গণ্য করল। এবং সে মুশরিক রাফিদাদের - যারা ইসলাম থেকে বের হয়ে গেছে - তাদেরকে মুসলিম বলে আখ্যা দিল। এর সবকিছুই ছিল দাওলাতুল ইসলামের প্রতি তার শত্রুতা ও মানুষের নিকট সত্য গোপন করার চেষ্টা -এমনকি আল-ক্বাতিফ এর রাফিদাও বলেছে যে এটা ছিল হুসাইনিয়্যাহ।

নয় ব্যক্তি'র বাকী আটজনের ব্যাপারে এটা সুস্পষ্ট যে তারা দাওলাতুল ইসলামের প্রতি শত্রুতা পোষণ করে। কাজেই আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি আপনাদের কথা ও কাজে কিভাবে আপনারা সেই আয়াতের বিরোধিতা করছেন, যেই আয়াত দিয়ে আপনারা আপনাদের ফতোয়া শুরু করেছেন। এভাবেই, ফতোয়াটিকে ঝুলন্ত পাহাড়ের এমন এক প্রান্তে তৈরি করা হয়েছে যা পড়ে যাওয়ার উপক্রম। আমরা এমন অবমাননা আর সম্মানহানীতা থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাই।

এবং এই ফতোয়ার শারঈ ভুলগুলো হচ্ছে এই যে, তারা শামের ভূমিতে দাওলাতুল ইসলামের মুজাহিদিনদের 'বাগদাদিয়্যিন' বলে সম্বোধন করেছে। এখানে কিছু বিষয় লক্ষণীয় যে, আল্লাহর শত্রু কুফফাররাও আজ দাওলাতুল ইসলামকে সেই নামেই সম্বোধন করে যেই নামে এর নামকরণ করা হয়েছে। আমরা আরও দেখতে পাই যে, মহান আল্লাহকে অবিশ্বাস করা সত্ত্বেও রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হিরাক্লিয়াসকে 'রোমান সম্রাট হিরাক্লিয়াস' বলে সম্বোধন করেছেন। তাহলে আপনারাই দেখুন, দাওলাতুল ইসলামের সাথে শত্রুতা ও যুদ্ধে লিপ্ত কুফফাররা কিভাবে এই দাওলাহকে সম্বোধন করছে, অন্তত এই বিষয়টিতে তারা ন্যায়সঙ্গত আচরণ করেছে। আর এইসকল ব্যক্তিরা মাত্রাতিরিক্ত শত্রুতা পোষণ করার ফলে নিজেদেরকে সত্য বিকৃতির দিকে ধাবিত করেছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, {কোন সম্প্রদায়ের প্রতি শত্রুতা তোমাদেরকে যেন সুবিচার বর্জনে প্ররোচিত না করে। তোমরা সুবিচার করবে। এটা তাকওয়ার অধিক নিকটবর্তী} (সূরা আল-মায়িদাহ্ ৫:৮)।

এবং এই শব্দের ব্যবহার জাহিলি গোঁড়ামির সূচনা করে, যা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আরাফার ময়দানের ভাষণের সময় পায়ের নিচে রেখে বলেছিলেন, "জাহিলিয়াতের দিকে আহবান করা কি?" তারপর তিনি বলেন, "এটা ত্যাগ কর, এটা পঁচা, দুর্গন্ধযুক্ত।" আল-বুখারী ও মুসলিম হতে বর্ণিত। আল-বুখারী একটি অধ্যায়ের নামকরণ করেছেন, "জাহিলিয়াতের দিকে আহবান করা নিষিদ্ধ"।

একজন মুজাহিদের বাগদাদী, আফ্রিকান, শামী, হিযাযী অথবা অন্য স্থানের হওয়ার মধ্যে কি কোন পার্থক্য আছে? যেখানে মর্যাদার মাপকাঠি হচ্ছে শুধুমাত্র তাকওয়া? আল্লাহ তা'আলা বলেন, {তোমাদের মধ্যে আল্লাহর কাছে সেই ব্যক্তিই বেশী মর্যাদা-সম্পন্ন যে তোমাদের মধ্যে বেশী তাকওয়া-সম্পন্ন}(সূরা আল-হুজুরাত ৪৯:১৩)। আবু হুরায়রা হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, "আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে প্রশ্ন করা হয় যে, 'কে মানুষদের মধ্যে সবচেয়ে উত্তম?' তিনি বলেন, 'আল্লাহর কাছে সেই সবচেয়ে উত্তম যে সবচেয়ে তাকওয়ার অধিকারী"। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আরও বলেন, "নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের মধ্য হতে জাহিলি যুগের আত্ম-অহংকার ও পিতার নামে গর্ব করার রীতি দূর করে দিয়েছেন। একজন মানুষ এখন হয় তাকওয়ার অধিকারী মুমিন আর না হয় জঘন্য পাপাচারী। তোমরা সকলেই আদম সন্তান আর আদমকে মাটি থেকে তৈরি করা হয়েছে। মানুষেরা হয় মানুষদের গর্ব করা বন্ধ করবে যা জাহান্নামের কয়লা ছাড়া আর কিছুই না, অন্যথায় তারা আল্লাহর নিকট গুবরে পোকার ন্যায় যা নাক দিয়ে গোবর ঠেলে নিয়ে যায় তার চেয়েও নিকৃষ্ট হিসেবে গৃহীত হবে"। এই হাদিসটি আহমাদ, আবু দাউদ এবং তিরমিযি বর্ণনা করেছেন। এবং যদিও এই হাদিসটি বর্ণনাকারী হিশাম ইবন সা'দ আল-মাদানির (যাকে উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে) প্রতি আলোকপাত করা হয়েছে; আল-বুখারী এই হাদিসটি বর্ণনা করেছেন এর সমর্থনকারী হিসেবে, এবং মুসলিম তার (বুখারী) থেকে বর্ণনা করেছেন, এবং এই হাদিসের আরও বর্ণনা আছে যা এটাকে সমর্থন করে।

ইমাম আশ-শাফেয়ী (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, "যার কথাবার্তায় গোঁড়ামি প্রকাশ পায়, এটা তার স্বভাবের অংশ হয়ে যায় এবং অন্যকেও সে এটার দিকে আহবান করে, তবে তার সাক্ষ্য গ্রহণ বাতিল হয়ে যাবে কারণ সে এমন একটা অন্যায় করেছে যাতে আমার জানা মতে মুসলিমরা কখনো দ্বিমত পোষণ করেনি"। আর তিনি আল্লাহ তা'আলার কথাকে প্রমাণস্বরূপ তুলে ধরেন {মুমীনরা হল একে অপরের ভাই} (আল হুজুরাতঃ ১০) এবং রাসূল(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া

সাল্লাম) এর বাণী “তোমরা আল্লাহর বান্দা ও পরস্পর ভাই হয়ে যাও”। তিনি(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আরও বলেন, “আল্লাহ মানুষদেরকে ইসলামের মাধ্যমে একত্রিত করেছেন ও তাদেরকে এর প্রতি অনুরক্ত করেছেন, আর এটাই হচ্ছে সর্বোত্তম বস্তু যার প্রতি অনুরক্ত থাকা যায়। তাই কোন ব্যক্তি যদি কাউকে ভালবাসে তবে তার এ কারণেই তাকে ভালবাসা উচিত”। (আল বায়হাকি আস-সুনানে এটি তুলে ধরেন)

তেমনিভাবে যদি আপনাদের ফতোয়ায় কেবল অনৈক্য ও বিচ্ছেদের সুরই প্রকাশ পায়, যদিও আপনাদের জন্য সর্বোত্তম ছিল তাওহীদ ও সুন্নাহর দিকে সকলকে আহবান করা, আর বৈধ খিলাফাহর পতাকার নিচে সবাইকে একত্রিত করা, সুন্নাহ ও ইজমা প্রত্যেকেই বলে খালিফাহ হতে হবে কুরাইশের মধ্য হতে, কুরাইশ নয় এমন ব্যক্তি খালিফাহ হতে পারবে না। আপনি তখন এই ব্যাপারটিকে এড়িয়ে গেলেন এই পশ্চাৎগামী ফতোয়া দ্বারা, যা আপনাদের পশ্চাৎপ্রবণতাকেই তুলে ধরে, এবং এই ঐক্যবদ্ধ রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে উৎসাহিত করে, যেখানে আল্লাহ বলেন, {তোমরা আল্লাহর রজ্জুকে দৃঢ়ভাবে ধারণ কর ও বিচ্ছিন্ন হইও না} (আল-ইমরানঃ ১০৩)। রাসূল(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, “নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের জন্য তিনটি বস্তুকে পছন্দ করেন আর তিনটি বস্তুকে অপছন্দ করেন। তিনি পছন্দ করেন যে তুমি কেবল তারই ইবাদত করবে আর তার সাথে কাউকে শরিক করবে না, আর তোমরা আল্লাহর রজ্জুকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরবে ও পরস্পর বিচ্ছিন্ন হবে না” এটা মুসলিমে উদ্ধৃত হয়েছে, আন-নববী বলেন, মুসলিমদের জামা’আহর সাথে থাকাটা হচ্ছে একটা নির্দেশ, এবং তাদের একে অপরের সাথে ঐক্যবদ্ধ থাকাটা হচ্ছে ইসলামের একটা স্তম্ভ। তিনি(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আরও বলেন, “এই উম্মাহ ৭৩ টি দলে বিভক্ত হবে। তাদের মধ্যে ৭২ টি দলই জাহান্নামি আর একটি জান্নাতি আর সেটা হচ্ছে জামা’আহ।” আহমাদ ও আবু দাউদে এটি উদ্ধৃত হয়েছে।

আপনাদের ক্ষেত্রে, আপনাদের ভ্রান্ত ফতোয়ায় আপনারা তাই তুলে ধরেছেন যা আল্লাহ নিষেধ করেছেন, {প্রত্যেক দলই নিজ নিজ মতবাদ নিয়ে উৎফুল্ল} [আর রুমঃ ৩২] আল্লাহ তা’আলা তাঁর রাসূল(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে তা থেকে মুক্ত করেছেন, {যারা দ্বীন সম্বন্ধে নানা মতের সৃষ্টি করেছে ও বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়েছে তাদের সাথে তোমার কোন সম্পর্ক নেই।} [আল আনআমঃ ১৫৯]।

তাদের ফতোয়ায় নয়জন ব্যক্তির কথা উল্লেখ রয়েছে। “তাদের মানহাজের ত্রুটি তাদের কাছে পরিষ্কার যারা উপলব্ধি করতে পারে” এখানে তারা দাওলাতুল ইসলামকে বুঝাচ্ছে। তাই আমরা আপনাদের জিজ্ঞেস করছি এই ত্রুটিটা বর্ণনা করুন যা আপনাদের কাছে পরিষ্কার কিন্তু অন্য সব সাধারণ মুসলিম ও যারা উপলব্ধি করে উভয়ের কাছে গুপ্ত। দাওলাতুল ইসলামের কার্যাবলীর মধ্যে রয়েছে এমন কিছু আমাদের দেখান যা কুরআন, সুন্নাহ ও ইজমা পরিপন্থী। আপনারা এটা

করতে পারবেন না, কারণ দাওলাতুল ইসলাম থেকে একটা সুমধুর বাতাস প্রবাহিত হচ্ছে, এর ক্ষীণ আলো উদ্ভাসিত হচ্ছে, আর যাদের উপলব্ধির ক্ষমতা আছে তাদের নিকট এর রাস্তা ক্রমেই পরিষ্কার হচ্ছে। মাশা'আল্লাহ, আর আল্লাহ ছাড়া কোন শক্তি নেই। এই রাষ্ট্রটি কতই না মহান! কোন মূর্তির দ্বারা এটি বিচ্যুত হয়নি বরং তা ধ্বংস করেছে, না কোন ক্রসের দ্বারা এটি বিচ্যুত হয়েছে বরং তা তারা ভেঙ্গে দিয়েছে, অথবা এমন কেউ যে আল্লাহ ও তার রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে এবং তারা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে, না তারা এমন কোন ভূমিতে প্রবেশ করেছে যেখানে তারা আল্লাহর শারীয়াহ কায়েম করেনি। অতএব কি চমৎকার মানহাজ তার। আমরা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি যেন আল্লাহ তাদেরকে সত্য পথে চলার ও একে আঁকড়ে ধরার ক্ষমতা দান করেন।

আল্লাহর কসম, তারা কখনো তাদের স্বল্প সংখ্যার কারণে পরাজিত হবে না যতক্ষণ না তারা আল্লাহর কুরআন আর রাসূলের সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরে, আর এটা আল্লাহ তা'আলার ওয়াদা যা অবশ্যম্ভাবী। {মুমিনদেরকে সাহায্য করা আমার দায়িত্ব} [আর-রুমঃ ৪৭] যদি আপনি মূর্তি ধ্বংস করা, ক্রস ভেঙ্গে দেয়া, আর রাহমানের শারীয়াহকে বাস্তবায়ন করাকে মানহাজের ত্রুটি বলে মনে করেন, তবে এটা তো সুস্পষ্ট কুফরি, আর তাই আমরা আপনাদের বলব আপনাদের ইসলামকে নবায়ন করার জন্য, এবং মৃত্যুর পূর্বে তাওবাহ করার জন্য।

এই ফতোয়ার বিচ্যুতির মধ্যে একটা হচ্ছে তারা দাওলাতুল ইসলামের মুজাহিদিনদের শত্রুভাবাপন্ন সীমালঙ্ঘনকারী আর দখলদার বলে মনে করে। তাদের দাবি মতে মুজাহিদিনরা বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে নির্দিষ্ট একটা অঞ্চলে হামলা করেছেন। আর এ কারণেই আপনি আপনাদের বক্তব্যে সবাইকে শামে দাওলাতুল ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যাওয়ার ডাক দিলেন- "সুতরাং এটা সবার জন্য ফরজ"। আপনাদের এই সমবেত হওয়ার আহবান প্রত্যেক কাফের ও মুরতাদকেও করা হয়েছে, যদিও দাওলাতুল ইসলাম এই দলগুলোর বিরুদ্ধে লড়াই করে চলেছে আর যেহেতু তারাই হচ্ছে প্রথম যারা আল্লাহ ও দাওলাতুল ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করেছে। তাই যদি দাওলাতুল ইসলাম তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে অথবা তাদেরকে প্রতিহত করে, তাদের যুদ্ধ ঘোষণার পরে তবুও দাওলাতুল ইসলামই হানাদার। রূপক কথায় প্রচলিত আছে, "সে আমাকে এমন ব্যাপারে দোষারোপ করল, যার অধিক দাবীদার সে নিজেই"।

তাই দাওলাতুল ইসলাম অবশ্যই সীমালঙ্ঘনকারী নয়। সীমালঙ্ঘনকারী তো তারাই যারা আল্লাহ যে সীমা নির্ধারণ করেছেন তা অমান্য করে, যা এই দলগুলো করছে। আর যদি দাওলাতুল ইসলাম মুসলিমদের ভূমি জোরপূর্বক দখল করেই থাকে, তবে কেন একে কেবলমাত্র শামের ভূখণ্ড থেকেই সরে যেতে হবে? দাওলাতুল ইসলাম বর্তমানে যেখানে আছে কেন আপনি সেই

সব জায়গা থেকে সরে যেতে বলছেন না? কেন এই ঘৃণ্য বিভাজন শুধুমাত্র শামের ভূমিকে কেন্দ্র করে?

তাগুত বাশারের বিরুদ্ধে যুদ্ধে আপনি একটা ভালো লক্ষণ দেখছেন, তার কারণ প্রথমত আল্লাহর অনুগ্রহ আর দ্বিতীয়ত দাওলাতুল ইসলামের কল্যাণে। আর আপনাদের দাবি যে দাওলাতুল ইসলামই কাফের বাশারের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ধীরে অগ্রসর হওয়ার কারণ, এটা একটা বড় মিথ্যা। প্রকৃতপক্ষে এই জোটগুলোই শামে তাগুতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ফলপ্রসূ না হওয়ার পেছনে বড় কারণ, কারণ তারা দাওলাতুল ইসলামের বিরুদ্ধে স্থলপথে যুদ্ধ করছে, আর তাগুত বাশার ও ক্রুসেডাররা এর বিরুদ্ধে বিমান হামলা চালাচ্ছে। এর পরেও - আলহামদুলিল্লাহ - দাওলাতুল ইসলাম শামের অর্ধেকের বেশি ভূখণ্ড ধরে রেখেছে, যেখানে এই জোটগুলোর আনুমানিক ২০% এর বেশি ভূখণ্ড নেই, তাই দাওলাতুল ইসলামকে তার ব্যাপারে ছেড়ে দিন। এই মিথ্যা বক্তব্যের কারণে আপনাদের অবস্থা হয়েছে তার মত- যে সূর্যকে তার হাত দিয়ে ঢেকে দিতে চেয়েছিল অথবা যেমনটা আল-আ’শা বলেন,

[কবিতা]

একদা এক পাহাড়ি ছাগল একটা পাথরকে আঘাত করছিল তা দুর্বল করার জন্য,

কিন্তু পাহাড়ি ছাগল তা দুর্বল করতে পারেনি বরং তার শিংটাই দুর্বল হয়ে গেল।

আর প্রকৃতপক্ষে আমি দাওলাতুল ইসলামের অবস্থাকে তার শত্রুদের তুলনায় কবির কথার ন্যায় নিম্নরূপে দেখি-

হে আমার প্রতিপালক, আমাদের চালিত করুন মীমাংসা পথে

একটা জোট যে এগিয়ে চলেছে শয়তানের পথে

তারা অন্যায়ের তরবারিকে করেছে খাপমুক্ত

আর এর সাথে অপমান ও হতাশাকে করেছে যুক্ত

তারা তাদের জ্ঞান ও পথনির্দেশকে করেছে পরিবর্তিত

আমার সাথী ও ভাইদের দিয়েছে মিথ্যা অপবাদ

তারা ওহীর বাণীকে উদ্ধৃত করেছে প্রসঙ্গ ব্যতীত

আর তা দ্বারা একদল অন্ধ মানুষকে করছে ভুল পথে পরিচালিত

অতএব ঐ বাণীগুলোকে তাদের দিকে ছুড়ে দিন, আপনি পাবেন হেদায়াতের পথ

আর জ্বলন্ত আগুন দিয়ে তাদেরকে করুন আঘাত

আর প্রত্যেক ঘাঁটিতে তাদের জন্য ওঁত পেতে বসে থাকুন

আর তাদের অন্ধকারের কূপকে আলো দিয়ে উজ্জ্বল করুন

যাতে সত্য হয় আরো উজ্জলরুপে দীপ্তিমান ও স্বচ্ছ

তার জন্য যেন উজ্জ্বলরূপে প্রকাশিত হয় যে এখনো রয়েছে বিভ্রান্ত।

আমি আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি দাওলাতুল ইসলামকে সফলতা ও পরিশুদ্ধতা দেওয়ার জন্য।

অতঃপর, তাদের সবার প্রতি আমার এই বার্তা যারা মুরতাদদের জোটে প্রবেশ করেছে, তাদের সাথে মিত্রতা করেছে, নিজের ও মুসলিমদের মধ্যে বন্ধনকে ছিন্ন করেছেঃ "আপনি এইসব জোট ও দলগুলোর সাথে থেকে কিভাবে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেন, যেখানে আপনাদের বামে ও ডানে একটা করে মুরতাদ যে কিনা একটা নাগরিক রাষ্ট্র গঠন করতে চায়, অথবা ধর্মনিরপেক্ষতার পতাকা ধারণ করে অথবা গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য যুদ্ধ করে। আর আপনি সব কিছু জানার পরেও তাকে বাঁচাবার জন্য নিজেকে উৎসর্গ করছেন। আপনি ক্রুসেডার যুদ্ধবিমানগুলোর ছত্রছায়ায় থেকে এই তাগুত সরকারকে সমর্থন করছেন আর দাওলাতুল ইসলামের মুসলিমদের সাথে যুদ্ধ করছেন। সুতরাং এই কি সেই ইসলাম যা আপনি আল্লাহর কিতাবে পেয়েছেন? নাকি কুফর যা থেকে আল্লাহ আমাদের বিরত থাকতে বলেছেন এবং সেই মানুষগুলোর ব্যাপারে সতর্ক করছেন যারা কাফের ও মুসলিম নয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন, {মুমিনগণ যেন মুমিন ব্যতীত কাফেরদেরকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ না করে। তোমাদের মধ্যে যে তা করবে আল্লাহর সাথে তার কোন সম্পর্ক থাকবে না} [আল ইমরানঃ ২৮] আর আল্লাহর কথাকে স্মরণ রাখুন, {নিজেদের নিকট সঠিক পথ প্রকাশিত হওয়ার পর যারা তা পরিত্যাগ করে, শয়তান তাদের কাজকে সুশোভিত করে দেখায় ও তাদেরকে মিথ্যা আশ্বাস দেয়। তা এজন্য যে, তাদেরকে তারা বলে আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন, তা তারা অপছন্দ করে, "আমরা কোন কোন বিষয়ে তোমাদের মান্য করব"} [সূরা মোহাম্মাদ ২৫-২৬]

সুতরাং আপনাদের পাপের জন্য কাঁদুন, আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করুন, কাফেরদের বন্ধুরুপে গ্রহণ করা থেকে বিরত হোন, তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ করুন তাওহীদের মাধ্যমে, আনুগত্যের মাধ্যমে, আর শিরক ও মুশরিকদের ত্যাগ করুন। আল্লাহ তা'আলা বলেন, {যে ব্যক্তি সৎকর্মপরায়ণ হয়ে স্বীয় মুখমণ্ডলকে আল্লাহর দিকে ধাবিত করে, প্রকৃতপক্ষে সে তো এক

মজবুত হাতলকে ধারণ করেছে} [সূরা লোকমানঃ ২২] এই জোটগুলো থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন করুন আর দাওলাতুল ইসলামের কাফেলায় যোগ দিন, আর সেইসব তাওবাহকারী যোদ্ধাদের প্রতি লক্ষ্য করুন যারা এইসব জোটগুলো থেকে দলবদ্ধভাবে বা একাকী চলে এসেছেন, এবং তারা কাফেরদের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে যা জেনেছেন ও প্রত্যক্ষ করেছেন, কাফেরদের সমর্থন দেওয়া ও অন্যান্য বিষয়ে। আমি আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি যেন তিনি তাদের তাওবাহ কবুল করেন ও শাহাদাহ'র মাধ্যমে তাদের জীবনাবসান ঘটান।

এই ফতোয়ার একটা বাস্তবতা হল এখানে আহলে কিতাবদের আলিমদের অনুকরণ করা হয়েছে যদিও তাদের অনুকরণ করতে আমাদের নিষেধ করা হয়েছিল আর নিশ্চয়ই রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, আমার উম্মাতের মধ্যে একদল থাকবে যারা আহলে কিতাবের অনুসরণ করবে, সেখানে এই মুফতিগুলো তাদের ফতোয়ার মাধ্যমে ধোঁকা দিচ্ছে আর দুর্বলচিত্তের লোকদের বিপথগামী করছে, সত্যকে গোপন করছে আর প্রতারণার আশ্রয় নিচ্ছে এই বলে যে তারা সত্যকে প্রকাশ করছে, গোপন নয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন, {হে আহলে কিতাবগন, কেন তোমরা সত্যকে মিথ্যার সাথে সংমিশ্রণ করছ এবং সত্যকে গোপন করছ, অথচ তোমরা তা জান} [আল ইমরানঃ ৭১] এছাড়াও রয়েছে ঈর্ষা, সীমালঙ্ঘন, শত্রুতা; যখন তারা বিজয়, দখল ও বায়াহ প্রদান করা দেখল সেইসব মানুষদের কাছ থেকে যারা তাদের জোট ও তার কার্যাবলীর কুৎসিত ও দুর্নীতিপরায়নতা দেখতে পেয়েছিল আর দাওলাতুল ইসলামের বিরুদ্ধে তাদের যুদ্ধকে দেখতে পেয়েছিল। তখন ফতোয়াবাজরা প্রকৃত ঘটনা বিলুপ্ত করার লক্ষ্যে ও দাওলাতুল ইসলাম অভিমুখে মানুষের যাত্রাকে রোধ করার উদ্দেশ্যে ফতোয়া দিয়ে দিল। আল্লাহ তা'আলা বলেন, {আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে মানুষকে যা দিয়েছেন সেজন্য কি তারা তাদেরকে ঈর্ষা করে?} [আন নিসা ৫৪] আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন, {হে মানুষ, তোমাদের জুলুম বস্তুত তোমাদের নিজেদের প্রতিই হয়ে থাকে} [ইউনুসঃ ২৩] আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন, {কূট ষড়যন্ত্র তো কেবল তার উদ্যোক্তাদেরকেই পরিবেষ্টন করে} [ফাতিরঃ ৪৩] আবু বকর(রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, রাসূল(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, "সীমালঙ্ঘন ও আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করার চেয়ে এমন কোন বড় অপরাধ নেই যার শাস্তি আল্লাহ মানুষকে কেবল আখিরাতেই নয়, দুনিয়াতেও শীঘ্রই দিয়ে থাকেন"। এটা আবু দাউদ ও তিরমিজিতে উদ্ধৃত আছে। ইবনে মাজাহ ও আহমদ একে সহিহ বলেছেন। আবু দাউদ এ সম্পর্কে একটা অধ্যায় লিখেছেন, "অধ্যায়ঃ সীমালঙ্ঘনের পরিণাম"। আনাস ইবনে মালেক আবু উমামাহকে বলেন, আপনি কি আমার সাথে বের হবেন যাতে আপনি এমন কিছু দেখতে পান এবং তা থেকে (জ্ঞান) অর্জন করতে পারেন? তিনি বললেন, জ্বি। সুতরাং তারা বের হয়ে গেলেন এবং এমন এক ভূমির সামনে আসলেন, যা ধ্বংসপ্রাপ্ত ও সেখানকার মানুষজন বিলুপ্ত হয়ে গেছে। তিনি (আনাস) বলেন, এটা এমন একটা জায়গা যেখানের মানুষজন সীমালঙ্ঘন ও ঈর্ষার কারণে ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। প্রকৃতপক্ষে ঈর্ষা

ভালো কাজের নূরকে নিভিয়ে ফেলে আর সীমালঙ্ঘন তার সত্যতা স্বীকার বা অস্বীকার করে। এটা আবু দাউদ থেকে বর্ণিত।

এ কারণে যারা এই ফতোয়াটা দিয়েছে তাদেরকে আল্লাহর কাছে তাওবাহ করতে বলছি, আর এই ফতোয়াকে ত্যাগ করতে বলছি আল্লাহ তা'আলার কথাকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে, {নিশ্চয়ই যারা গোপন করে, আমি মানুষের জন্য কিতাবের মধ্যে যেসব বিস্তারিত তথ্য ও হিদায়াতের কথা নাজিল করেছি বিস্তারিত বর্ণনা করার পরও, সে সমস্ত লোকের প্রতি আল্লাহর অভিসম্পাত এবং অন্যান্য অভিসম্পাতকারিগণেরও। তবে যারা তাওবাহ করে ও বর্ণিত তথ্যাদির সংশোধন করে মানুষের কাছে তা বর্ণনা করে দেয়, সে সমস্ত লোকের তাওবাহ আমি কবুল করি এবং আমি তাওবাহ কবুলকারী পরম দয়ালু} [আল- বাক্বারাহ ১৫৯-১৬০] এর চেয়ে আর বড় কোন হুমকি আছে কি? মনে রাখবেন, আপনাকে একদিন আল্লাহর সামনে দাঁড়িয়ে জবাবদিহি করতে হবে দাওলাতুল ইসলামের মুজাহিদিনদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ফতোয়া দেয়ার জন্য। আমরা আপনাকে আহবান করছি তাদেরকে বাইয়াহ দেয়ার জন্য এবং মানুষকে এর দিকে আহবান করার জন্য, কিন্তু যদি আপনি তা থেকে সরে যান আর ফিরে আসতে অস্বীকৃতি প্রদান করেন তবে জেনে রাখুন আল্লাহর দ্বীন কোন সাধারণ মানুষের মুখাপেক্ষী নয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন, {যদি তোমরা বিমুখ হও, তবে অন্য জাতিকে তোমাদের স্থলাভিষিক্ত করবেন, তারা তোমাদের মত হবে না} [সূরা মোহাম্মাদ ৩৮] মিথ্যাকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য আপনাদের কাজকর্ম আপনাদের কোন কাজে আসবে না কারণ আল্লাহ আপনাকে তা করতে নিষেধ করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন, {যারা নিজেদেরকে প্রতারিত করে তাদের পক্ষে বাক-বিতণ্ডা করো না।} [আন নিসা ১০৭] তিনি বলেন, {দেখ তোমরাই ইহজীবনে তাদের পক্ষে বিতর্ক করেছো; কিন্তু কিয়ামতের দিন আল্লাহর সম্মুখে কে তাদের পক্ষে বিতর্ক করবে অথবা কে তাদের সাহায্যকারী হবে?} [আন নিসা ১০৯]

আর আমি তাদের সবাইকে সাবধান করে দিচ্ছি যাদের হৃদয় এখনো জীবিত, এসব ভ্রান্ত ফতোয়াকে অনুসরণ করবেন না যা আপনাকে সহজ, সরল পথ থেকে বিচ্যুত করে দিবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ আমাদের ইহুদি ও খ্রিষ্টানদের অনুসরণ করা থেকে বিরত থাকতে বলেছেন, যার ব্যাপারে তিনি বলেন, {তারা আল্লাহর পরিবর্তে তাদের পণ্ডিত ও পাদ্রিদেরকে রব হিসেবে গ্রহণ করেছে} [আত-তাওবাহঃ ৩১] হুদাইফা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এই আয়াত সম্পর্কে জানতে চান, "তারা কি তাদের কাছে প্রার্থনা করত?" তিনি(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, না কিন্তু তারা তাদের জন্য তা অনুমতি দিয়েছিল যা আল্লাহ তাদের জন্য নিষেধ করেছিলেন যাতে তারা তা হালাল মনে করে আর তারা তা নিষেধ করেছিল যা আল্লাহ তাদের জন্য হালাল করেছিলেন যাতে তারা একে হারাম মনে করে, এভাবে তারা তাদের স্রষ্টায় পরিণত হয়েছিল। এটা আব্দুর রাজ্জাক ও আল

বায়হাকি থেকে বর্ণিত হয়েছে। তিরমিজিতে মারফু হাদিস হিসেবে এটি বর্ণিত আছে। তবে এই মারফু হাদিসটি ত্রুটিমুক্ত নয়।

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, দ্বীনের ক্ষেত্রে কাউকে অন্ধভাবে অনুসরণ করা উচিত নয়। সে যা বিশ্বাস করে তা বিশ্বাস করা, আর যা অবিশ্বাস করে তা অবিশ্বাস করা। কারণ কারো মন্দের ক্ষেত্রে আদর্শ হওয়া উচিত নয়। এটা আল বায়হাকি থেকে বর্ণিত, আর ইবনে আব্দিল বার এটা তার গ্রন্থে বলেন আর এই ছিল তার বক্তব্য। "একজন আলেম বা একজন ছাত্র হন কিন্তু এই দুই বাদে একজন অনুসরণকারী হবেন না"। আমি এটা বলছি কারণ কিছু মানুষ তাদের কানে শোনে আর চোখে দেখে এই রাষ্ট্রের বিজয়, এটা চিরন্তন সত্য, কারণ তারা শারীয়াহ প্রতিষ্ঠা করেছেন, আল্লাহর আইনকে বাস্তবায়ন করেছেন প্রত্যেক ভূমিতেই যেখানে আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমতা দিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন, {তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে আল্লাহ তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন যে, তিনি অবশ্যই তাদেরকে পৃথিবীতে প্রতিনিধিত্ব দান করবেন, যেমনভাবে তিনি প্রতিনিধিত্ব দান করেছিলেন তাদের পূর্ববর্তীদেরকে এবং তিনি অবশ্যই তাদের জন্য প্রতিষ্ঠিত করবেন তাদের দ্বীনকে যা তিনি তাদের জন্য পছন্দ করেছেন এবং তাদের ভয়-ভীতির পরিবর্তে তাদেরকে অবশ্যই নিরাপত্তা দান করবেন। তারা আমার ইবাদত করবে, আমার সাথে কোন কিছুকে শরিক করবে না, অতঃপর যারা অকৃতজ্ঞ হবে তারা তো সত্য ত্যাগী}[সূরা নুরঃ ৫৫] এরপরেও কিছু মানুষ এসে বলে, আমি অমুক শায়খ এই রাষ্ট্রের ব্যাপারে কি বলেন তা জানার জন্য অপেক্ষা করছি। সুবহান আল্লাহ! আল্লাহ তা'আলা বলেন, {নিঃসন্দেহে আল্লাহ তা'আলার নিকট সবচেয়ে নিকৃষ্ট হচ্ছে সেই মূক ও বধির যারা কোন উপলব্ধি করে না। বস্তুত, আল্লাহ যদি তাদের মধ্যে ভালো কিছু পেতেন, তবে তাদেরকে শুনিয়ে দিতেন। আর যদি এখনই তাদেরকে শুনিয়ে দেন তবে তারা মুখ ফিরিয়ে চলে যাবে} [আল আনফালঃ ২২-২৩]

অতঃপর, হে দাওলাতুল ইসলাম এই পথে চলতে থাকো আল্লাহর রহমতে লাভের আশায়, আল্লাহর কিতাব ও তাঁর রাসূলের সুন্নাহর মাধ্যমে আর তার বিরোধিতা করা থেকে দূরে থাকো, কারণ আল্লাহর কসম তুমি কখনো পরাজিত হবে না যদি না তুমি আল্লাহর আদেশের বিরোধিতা কর। আমরা আল্লাহর কাছে বিজয় চাচ্ছি ও জমিন ও মানুষের অন্তরকে খুলে দেয়ার জন্য অনুরোধ করছি আর আমরা আল্লাহর কাছে অনুরোধ করছি মুসলিমদেরকে ও জিহাদকে খিলাফাহর পতাকাতলে ঐক্যবদ্ধ রাখার জন্য। আর প্রকৃতপক্ষে কবির ভাষায় আমি দাওলাতুল ইসলামকে নিম্নরূপে চিহ্নিত করি-

কবিতাঃ

এটি তাওহীদকে তোমাদের কাছে প্রকাশ করে এক উজ্জ্বল সূর্যরুপে

কিন্তু পথভ্রষ্ট মানুষেরা অন্ধ অবস্থায় রয়েছে

হিদায়াতের কেন্দ্রগুলো মহৎ ব্যক্তিত্বদের সান্নিধ্যে হয়েছে বিকশিত

এক সত্য সরল পথে যা পথিকের নিকট বোধগম্য

তাদের মধ্যে রয়েছে রক্ষক যারা নিজেদের রবকে করেন সমর্থন

তাদের হাতিয়ার হল আগুন ও বর্শা-বল্লম

আর ভূমির মাইন যেগুলোকে আমাদের লোকেরা সুনিপুণভাবে করেছে স্থাপন

যুদ্ধ-বিগ্রহের দিনে সেগুলোকে পুঁতে রাখেন

আর একটা সবুজ ট্যাঙ্ক যার ভেতরে রয়েছে সুতা

মানুষের হৃদয়কে ছিন্ন করাই যার সক্ষমতা।

আমি ততটুকুই করেছি যতটুকু পারতাম আর আমার সফলতা কেবল আল্লাহ তা'আলার উপর নির্ভর করে।

হে আমার রব, আমাদের হিদায়াত ও অনুগ্রহ করার পরে আমাদের অন্তরগুলোকে বিচ্যুত করবেন না। নিশ্চয়ই আপনি করুণাময়।

হে আল্লাহ, অন্তর সমূহের পরিবর্তনকারী, আপনি আমাদের অন্তরকে আপনাদের দ্বীনের উপরে অটল রাখুন। আর সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি বিশ্বজগতের প্রতিপালক।

আর আল্লাহ তা'আলার রহমতে ও শান্তি বর্ষিত হোক মোহাম্মাদ(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম), তার পরিবার ও সাহাবীদের উপর।

লেখক - আবু আবদুল্লাহ আল- হুমায়দী (আল্লাহ তাকে কবুল করুন)

শায়খ আবু আবদুল্লাহ হামদ আল-হুমায়দী (আল্লাহ তাকে কবুল করুন) সম্পর্কে কিছু কথা:

তিনি হচ্ছেন মিল্লাতু ইব্রাহীমের উপর অটল থাকা সে সকল আলেমগণের মধ্যে একজন যারা তাদের ইলম এবং আমল দ্বারা এই দ্বীনের সেবা করে গেছেন। দ্বীনের প্রতি তার দৃঢ় অবস্থান আর তাগুতদের প্রতি প্রকাশ্য বিরোধীতার কারণে তাগুত আল-সালুল অন্যান্য হকপন্থী আলেমদের সাথে তাকেও কারারুদ্ধো করে। অবশেষে, গত ২১ রাবি' আল-আউয়াল ১৪৩৭ হিজরিতে তাগুত আল-সালুল কারাবন্দী অবস্থায় তাকে এবং বেশ কিছু সংখ্যক মুসলিমকে হত্যা করে।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেন, "মুমিনদের মধ্যে কতক আল্লাহর সাথে কৃত ওয়াদা পূর্ণ করেছে। তাদের কেউ কেউ মৃত্যুবরণ করেছে এবং কেউ কেউ প্রতীক্ষা করছে। তারা তাদের সংকল্প মোটেই পরিবর্তন করেনি।"

আমরা তাকে সেই সকল সত্যবাদী মুমিনদের একজনই মনে করি, আর আল্লাহই তার হিসাব গ্রহণকারী। আল্লাহ তাকে জান্নাতের সর্বোচ্চ মর্যাদা দান করুন।